4 JAN 2017

শাহনেওয়াজ চৌধুরী ▷

শিক্ষাব্যবস্থায় শৃঙ্খলা আনতে হবে

প্রশ্নপত্র প্রণয়নের জটিলতার মতো দু-একটি অরাজকতাই যথেষ্ট। তাই যাঁরা এমন ঘটনা ঘটিয়েছেন, তাঁদের পেছনে কোনো চক্র রয়েছে কি না তাও উদ্‌ঘাটন জরুরি। কেননা কোনো সংঘবদ্ধ চক্র শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারের উজ্জ্বল ভাবমূর্তি অর্জনকে ম্লান করে দিয়ে ফায়দা লোটার ষড়যন্ত্র করতে পারে! আমাদের সমাজে নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষকের অভাব নেই। কিন্তু দু-চারজন শিক্ষকের কারণে সব সম্মানিত শিক্ষকের যেন বদনাম না হয়! জাতি গঠনের মূল কারিগর শিক্ষকদের কাছে জাতির প্রত্যাশার শেষ নেই

শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড। আর মেরুদণ্ড গঠনে মূল ভূমিকা শিক্ষকদের। স্কুলগামী কোমলমতি শিশুদের তাঁরা যা শেখাবেন, তার ওপরই বিনির্মাণ হবে জাতির ভবিষ্যৎ। পারিবারিক শিক্ষার কথা যতই বলি একজন শিক্ষার্থীর বেশির ভাগ সময় কেটে যায় শিক্ষক সান্নিধ্যে। তাই মনস্তাত্ত্বিকভাবেই জাতি গঠনের ভার শিক্ষকদের ওপর ছেড়ে দেওয়া। তাঁরা আমাদের ভরসার কেন্দ্রবিন্দু—এ কথা নিশ্চিন্তে স্বীকার করা যায়। কিন্তু কিছু ঘটনা আমাদের ব্যথিত করে, আশাহত করে। শিক্ষার্থীর মেধার মূল্যায়ন ও অগ্রগতি যে পরীক্ষার মাধ্যমে, সেই পরীক্ষার প্রশ্নপত্র প্রণয়নে যদি শিক্ষকরা মেধার স্বাক্ষর রাখতে না পারেন, অবহেলার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন—আমরা তাহলে ভরসা পাব কোথায়?

গত বছরের জেএসসি পরীক্ষার বাংলা প্রশ্নপত্র প্রণয়নে গাইড বইয়ের ছায়া অবলম্বনের আগে প্রশ্নপ্রণেতা শিক্ষকরা কি একবারও ভাবলেন না, তাঁরা কী করতে যাচ্ছেন! কোমলমতি শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ অন্ধকারের দিকে ঠেলে দেওয়ার অধিকার তাঁদের কে দিয়েছে? জাতির বিবেকে তাঁরা কালিমা লেপনের সাহস করলেন কিভাবে? জেএসসি পরীক্ষার বাংলা প্রশ্নপত্র প্রণয়নকারী শিক্ষকরা কি জাতিকে বোকা ভাবেন? সরকার যেখানে শিক্ষায় সর্বোচ্চ বরাদ্দ রাখছে, শিক্ষা খাতকে ব্যাপক গুরুত্বের সঙ্গে এগিয়ে নিচ্ছে, সেখানে সাধারণ মানুষকে বোকা ভাবার মোটেই সুযোগ নেই। তা ছাড়া মিডিয়ার উৎকর্ষের যুগে কোনো অপচ্ছায়া বিস্তারের সুযোগ ক্ষীণ।

সৃজনশীল পদ্ধতির মাধ্যমে মেধাবী শিক্ষার্থী, মেধাবী জাতি গঠনের উদ্দেশ্যকে বাধার সম্মুখীন করলেন প্রশ্নপত্রপ্রণেতা ওই শিক্ষকরা। যেখানে সরকারি বিধি রয়েছে—বোর্ড পরীক্ষা তো বটেই, স্কুলের অভ্যন্তরীণ পরীক্ষায়ও গাইড বই থেকে প্রশ্ন প্রণয়ন করা যাবে না। সেখানে সরকারি শিক্ষকরাই কিভাবে সরকারি বিধি লঙ্ঘনের সাহস দেখালেন? এতে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে ওই শিক্ষকরা দায়িত্ব পালনে অবহেলা করেছেন। যদিও এ বিষয়টি এরই মধ্যে অনেকটা স্পষ্ট হয়ে গেছে—এই প্রশ্নপত্র প্রণয়নে অবহেলার শুরু আরো উচ্চ পর্যায় থেকে। সরকারি বিধান অনুযায়ী সৃজনশীল পদ্ধতিতে শুধু মাস্টার ট্রেইনাররাই প্রশ্নপত্র প্রণয়ন ও পরিশোধন করবেন। সরকারি বিধি থাকা সত্ত্বেও মাস্টার ট্রেইনার নন, এমন শিক্ষকরা প্রশ্নপত্র প্রণয়নের দায়িত্ব পেলেন কেমন করে? আর প্রণীত প্রশ্ন সঠিকভাবে পরিশোধন করা হলো না কেন? কুমিল্লা বোর্ডের কর্মকর্তারা কি তবে সরকারি বিধির তোয়াক্কা করেন না? এবারের জেএসসি পরীক্ষার বাংলা প্রশ্নপত্রে ৬০ শতাংশ সৃজনশীল (সিকিউ) অংশে আটটি উদ্দীপকসহ প্রশ্ন করা হয়েছে পাঞ্জেরি গাইড থেকে। ৪০ শতাংশ এমসিকিউ প্রশ্নের বেশির ভাগই ওই গাইড থেকে নেওয়া। এমনকি আগের জেএসসি পরীক্ষার প্রশ্নও রাখা হয়েছে এবারের প্রশ্নপত্রে, যা নিয়মবহির্ভূত। হুবহু কপি করেই যদি প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করতে হবে, তাহলে সংশ্লিষ্ট শিক্ষকরা মেধার পরিচয় দিলেন কী? তাঁদের মেধায় যেহেতু চুরির কৌশল, সেহেতু ভবিষ্যতে যেন এমন ঘটনার পুনরাবৃত্তি না ঘটে, তেমন দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করে শিক্ষকের এমন চুরির কৌশল যেন শিক্ষার্থীদের মধ্যে সংক্রমিত হতে না পারে, তার যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন। কেননা যেখানে শিক্ষার্থীদের গাইড বইয়ের ওপর নির্ভরতা কমাতে সৃজনশীল পরীক্ষা পদ্ধতির প্রচলন, সেখানে গাইড বইয়ের কাছ থেকে ধার করে প্রণীত প্রশ্নে পরীক্ষা দিয়ে শিক্ষার্থীদের কি আবার গাইড বইমুখী করার ষড়যন্ত্র করা হলো না?

কিছু মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করা যাক—কোন কোন কারণে গাইড বইয়ের আলোকে এমন প্রশ্ন প্রণয়ন করতে পারেন শিক্ষকরা? প্রশ্নপত্র প্রণয়নে তাড়াহুড়া করতে পারেন। কিংবা তাঁরা ওই গাইড বইয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হতে পারেন। অন্যথায় অর্থ গ্রহণের মাধ্যমে ওই গাইড বইকে জনপ্রিয় করার অপকৌশল অবলম্বন করতে পারেন।

শিক্ষকদের অনেকে অর্থ উপার্জনের জন্য টিউশনি বা কোচিং করানোতে মহাব্যস্ত থাকেন! অভিযুক্ত শিক্ষকরা সে ধরনের ব্যস্ততার কারণে দায়িত্ব নিয়েও হয়তো যথাসময়ে প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করতে না পেরে শেষ সময়ে তড়িঘড়ি করে প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করতে গিয়ে গাইড বইয়ের সাহায্য নিয়েছেন। তাই যদি হয় অবশ্যই কোচিং সেন্টারের সঙ্গে শিক্ষকদের সংশ্লিষ্টতা বন্ধের বিষয়টি আরেকবার সামনে এসে দাঁড়াল। একইভাবে গাইড বই রচনা কিংবা সম্পাদনায় শিক্ষকদের সংশ্লিষ্টতা বন্ধ করতে হবে।

সতর্কতার সঙ্গে কঠোর নজরদারি রাখতে হবে সরকারকেও। শিক্ষাব্যবস্থায় যেকোনো অরাজকতা অঙ্কুরে বিনাশ করতে হবে। না হলে সরকারের শুভ উদ্যোগগুলো ম্লান হতে পারে! যেমন—সৃজনশীল পদ্ধতি শিক্ষার্থীদের মেধা বিকাশের পথ সুগম করেছে। শুধু পাঠ্য বই থেকে অর্জিত জ্ঞানের ছকে আটকে না থেকে নিজস্ব জ্ঞানবুদ্ধি কাজে লাগানোর ক্ষমতা তৈরি করা গেলে যে জনশক্তি তৈরি হবে, তা দেশকে এগিয়ে নেবে যুগ-যুগান্তর। এই সম্ভাবনাকে নস্যাৎ করার জন্য ঘটে যাওয়া প্রশ্নপত্র প্রণয়নের জটিলতার মতো এমন দু-একটি অরাজকতাই যথেষ্ট। তাই যাঁরা এমন ঘটনা ঘটিয়েছেন, তাঁদের পেছনে কোনো চক্র রয়েছে কি না তাও উদ্‌ঘাটন জরুরি। কেননা কোনো সংঘবদ্ধ চক্র শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারের উজ্জ্বল ভাবমূর্তি অর্জনকে ম্লান করে দিয়ে ফায়দা লোটার ষড়যন্ত্র করতে পারে!

আমাদের সমাজে নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষকের অভাব নেই। কিন্তু দু-চারজন শিক্ষকের কারণে সব সম্মানিত শিক্ষকের যেন বদনাম না হয়!

জাতি গঠনের মূল কারিগর শিক্ষকদের কাছে জাতির প্রত্যাশার শেষ নেই। অনেক কিছুতে অবিশ্বাস থাকলেও আমরা এখনো দৃঢ়চিত্তে শিক্ষকদের বিশ্বাস করি।

লেখক : চিকিৎসক